যৌতুক না দেওয়ায় মুন্সীগঞ্জের গজারিয়া থানার লক্ষ্মীপুর গ্রামের গৃহবধু শাহিনুর বেগমকে কুপিয়ে হত্যা করার অভিযোগ

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন

অধিকার

২০ মে ২০১১ তারিখে মুন্সীগঞ্জ জেলার গজারিয়া থানার বাঘাইয়াকান্দি গ্রামের কালু মিয়া প্রধানের কন্যা শাহিনুর বেগম (১৯) এর সঙ্গে গজারিয়া থানার লক্ষ্মীপুর গ্রামের মোঃ বাদশা মিয়ার ছেলে হুমায়ন কবির রাজুর (২৫) পারিবারিকভাবে বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকেই রাজু শাহিনুর এর কাছে যৌতুক দাবি করতে থাকে। যৌতুকের চাহিদা পূরণে অক্ষম হওয়ায় ৪ ফেব্রুয়ারী ২০১২ দুপুর আনুমানিক ২.৩০টায় রাজু শাহিনুরকে কুপিয়ে হত্যা করে বলে শাহিনুর এর পরিবার অভিযোগ করেছে। শাহিনুরের ভাই মোঃ সানাউল্লাহ প্রধান বাদী হয়ে গজারিয়া থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছেন। মামলা নং- ০৩, তারিখ- ০৪/০২/২০১২, ধারা- নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধনী ২০০৩) এর ১১(ক)/৩০।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই ফরিদ উদ্দিন মামলার চার্জসীট ৩০ এপ্রিল ২০১২ তারিখে আদালতে দাখিল করেছেন।

অধিকার ঘটনাটি সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানকালে অধিকার কথা বলে-

- নিহতের আত্বীয় স্বজন
- প্রত্যক্ষদর্শী
- লাশের ময়না তদন্তকারী ডাক্তার এবং
- আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে।

ছবি-শাহিনুর বেগম

কালু মিয়া প্রধান (৫৫), শাহিনুরের বাবা

কালু মিয়া অধিকারকে বলেন, ২০ মে ২০১১ এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা দেনমোহর ধার্য মোতাবেক লক্ষ্মীপুর গ্রামের মোঃ বাদশা মিয়ার ছেলে হুমায়ন কবির রাজুর সঙ্গে পারিবারিকভাবে

শাহিনুরের বিয়ে দেন। বিয়ের সময় তিনি মেয়েকে ৩ ভরি স্বর্ণালংকার এবং রাজুকে ব্যবসায়ের জন্য এক লক্ষ টাকাও দেন। বিয়ের ১৫ দিন পর রাজু তাঁর বাড়ীতে বেড়াতে আসে এবং তাঁর কাছে আরো এক লক্ষ টাকা যৌতুক দাবি করে। তিনি বসত বাড়ীর ভিটার জমি বন্ধক রেখে আরো একলক্ষ টাকা রাজুকে দেন। কিন্তু এর কিছু দিন পর রাজু আবারও দুই লক্ষ টাকা যৌতুক দাবি করে। তিনি দুই লক্ষ টাকা দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন। এরপর থেকেই রাজু শাহিনুরের উপর নির্মম অত্যাচার করতে থাকে। একদিন মোবাইল ফোনে শাহিনুর তাঁকে জানায়, যৌতুকের টাকা না দেয়ার কারণে রাতে রাজু শাহিনুরকে গলা টিপে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল। তিনি পরের দিন রাজুর বাড়ীতে যান এবং অন্তঃসত্বা শাহিনুরকে বাড়ীতে নিয়ে আসেন। প্রায় মাস খানিক পর রাজু তাঁর বাড়ী আসে এবং রাতে শাহিনুরকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে মারধর শুরু করে। তখন প্রতিবেশীরা শাহিনুরকে রাজুর হাত থেকে উদ্ধার করে। এসময় রাজু শাহিনুরের গলার চেইন খুলে নেয় এবং এক লক্ষ টাকা যৌতুক না দিলে শাহিনুরকে আর তার বাড়ীতে নিবে না বলে হুমকি দিয়ে চলে যায়। এভাবে দুইমাস অতিবাহিত হবার পর রাজু আবারও তাঁর বাসায় আসে এবং নিজের ভুল স্বীকার করে বাড়ীর অন্যান্য সদসস্যের কাছে ক্ষমা চেয়ে শাহিনুরকে লক্ষ্মীপুরে গ্রামের তার নিজ বাড়ীতে নিয়ে যায়। জুলেখা নামে শাহিনুরের এক বান্ধবী মোবাইল ফোনে তাঁকে জানায় যে, রাজু প্রায় প্রতিদিনই যৌতুকের টাকার জন্য শাহিনুরকে শারীরিক এবং মানসিক অত্যাচার করছে। এখবর শুনে তিনি ৩ ফেব্রুয়ারী ২০১২ শাহিনুরকে আনতে রাজুর বাড়ীতে যান। রাজু তাঁর কাছে এক লক্ষ টাকা যৌতুক দাবি করে। তিনি টাকা দিতে অপারগতা প্রকাশ করায় রাজু তাঁকে অকথ্য ভাষায় গালি গালাজ করে এবং টাকা দিতে না পারলে শাহিনুরকে আর কোন দিন দেখতে পাবেন না বলে জানিয়ে বিদায় করে দেয়।

৪ ফেব্রুয়ারী ২০১২ দুপুর আনুমানিক ২.৩০টায় তাঁর প্রতিবেশী মোঃ আসাদ আলী মিয়াজী মোবাইল ফোনে তাঁকে জানান, শাহিনুর অনেক অসুস্থ এবং গজারিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে মুমূর্ষ অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছে। এখবর পেয়ে তিনি গজারিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যান। তিনি গিয়ে দেখেন, অসুস্থ শাহিনুরের পাশে রাজুর ভাই বাবুল রয়েছে। শাহিনুর তাঁকে জানান, রাজু এবং রাজুর বাবা-মা, ভাই-বোনের সহযোগিতায় শাহিনুরকে শারীরিকভাবে অত্যাচার করে এবং কুপিয়ে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রতঙ্গ জখম করে। হাসপাতালে কতর্ব্যরত ডাক্তার তপন কুমার বর্মনের কাছে তিনি শাহিনুরের অবস্থা জানতে চান। ডাক্তার তপন কুমার বর্মন তাঁকে বলেন, শাহিনুরের শরীরে কুপিয়ে গভীর ক্ষত করায় প্রচুর রক্ত ক্ষরণ হয়েছে এবং শাহিনুরের উন্নত চিকিৎসার জন্য ডাক্তার ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন। তিনি জানান, তখন তিনি তাঁর ছেলে সানাউল্লাহকে ফোন করার জন্য হাসপাতালের পাশের বাজারে যান এবং হাসপাতালে ফিরে এসে দেখেন রাজুর ভাই বাবুল একটি মাইক্রোবাস ভাড়া করে শাহিনুরকে নিয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে। কিন্তু ৩০ মিনিট পর বাবুল মাইক্রোবাস নিয়ে হাসপাতালে ফেরত আসে এবং মাইক্রোবাস থেকে পালিয়ে যায়। মাইক্রোবাস চালক তাঁকে জানায়, রাস্তায় বের হওয়ার পরেই রোগী মারা গেছে বুঝতে পেরে ফেরত আনা হয়েছে। পরে গজারিয়া থানার পুলিশ সদস্যরা রাজুকে গ্রেপ্তার করে হাসপাতালে নিয়ে আসে এবং শাহিনুরের লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করে লাশ নিয়ে চলে যায়। এরপর তাঁর ছেলে সানাউল্লাহ পুলিশ সদস্যদের সঙ্গে থানায় গিয়ে একটি হত্যা মামলা দায়ের করে বলে তিনি জানায়।

মোঃ সানাউল্লাহ (২৫), শাহিনুরের বড় ভাই

মোঃ সানাউল্লাহ অধিকারকে বলেন, ৪ ফেব্রুয়ারী ২০১২ তারিখে দুপুর ৩.০০টায় তিনি তাঁর এক বন্ধু শাহ আলীর কাছ থেকে খবর পান যে, শাহিনুরকে রাজু কুপিয়ে জখম করেছে এবং শাহিনুর গজারিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি আছে। তিনি ঢাকা থেকে সন্ধ্যা ৭.০০টায় গজারিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পৌছান এবং শাহিনুরের লাশ দেখতে পান। তিনি দেখেন, গজারিয়া থানার এসআই ফরিদ উদ্দিন দুইজন মহিলা পুলিশের সহযোগিতায় শাহিনুরের লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরী করছেন। সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত শেষ হলে পুলিশ সদস্যরা লাশ নিয়ে চলে যান। তিনি গজারিয়া থানায় যান এবং একটি হত্যা মামলা দায়ের করতে চান। কিন্তু এসআই ফরিদ উদ্দিন মামলা গ্রহণে অপারগতা প্রকাশ করে তাঁকে তিন ঘন্টা বসিয়ে রাখেন। অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শহিদুল ইসলাম থানায় এলে এসআই ফরিদ উদ্দিন ওসির নির্দেশে তাঁকে বাদী করে একটি মামলার এজাহার লিখেন কিন্তু তাঁকে এজাহার পড়ে না শুনিয়ে শুধু তাঁর স্বাক্ষর নেন। এসআই ফরিদ উদ্দিন তাঁকে বলেন, এজাহারে শাহিনুরের স্বামী হুমায়ন কবির রাজু (২৫), শ্বশুড় বাদশা মিয়া (৭০), শ্বাশুড়ী মনোয়ারা বেগম (৬০), ভাসুর বাবুল (৪০), মোয়াজ্জেম (৩৫), শহীদ (৩০), ননদ জেসমিন আক্তার (৩৭) এবং দেবর মাসুদকে (২৩) আসামী করা হয়েছে। রাত ১১.৪০টায় এসআই ফরিদ উদ্দিন মামলা গ্রহন করেন। মামলা নম্বর ০৩, তারিখ- ০৪/০২/২০১২, ধারা- নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধনী ২০০৩) এর ১১(ক)/৩০।

পুলিশ সদস্যদের সঙ্গে তিনিও ৫ ফেব্রুয়ারী ২০১২ সকাল আনুমানিক ৯.০০টায় লাশের ময়না তদন্তের জন্য মুন্সীগঞ্জ সদর হাসপাতালে যান। সন্ধ্যায় পুলিশ পাহারায় লাশ বাড়ীতে আনা হয় এবং বাঘাইয়াকান্দি গ্রামে লাশের দাফন সম্পন্ন করা হয়।

আল আমিন (৪০), প্রত্যক্ষদর্শী

আল আমিন অধিকারকে বলেন, তিনি রাজুর প্রতিবেশী। রাজুর অন্য এক প্রতিবেশী এবং জুলেখা নামে শাহিনুর এর এক বান্ধবী মাঝে মধ্যেই এসে তাঁকে জানাতেন যে, রাজু প্রায়ই শাহিনুরকে মারধর করে। ৪ ফেব্রুয়ারী ২০১২ দুপুর আনুমানিক ২.৩০টায় শাহিনুরের বান্ধবী জুলেখা এসে তাঁকে জানান, রাজু শাহিনুরকে ঘরের মধ্যে নিয়ে দরজা বন্ধ করে মারধর করছে। এখবর শুনে তিনি রাজুর বাড়ীতে যান এবং রাজুকে ঘরের দরজা খুলতে বাধ্য করেন। তিনি দেখেন, রাজুর হাতে শাবল এবং মেঝেতে রক্ত। রাজু শাহিনুরকে পিটিয়ে ও কুপিয়ে জখম করেছে। তিনি তখন রাজুর ভাই বাবুলকে দিয়ে মূমুর্ষ শাহিনুরকে চিকিৎসার জন্য গজারিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠান। রাজু যাতে পালিয়ে যেতে না পারে তাই সঙ্গে সঙ্গে এলাকার লোকজন রাজুকে ঘরের মধ্যে তালাবদ্ধ করে রাখে। তিনি তখন লক্ষ্মীপুর গ্রামের মেম্বার আব্দুস সাত্তার ও ভবের চর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান প্রফেসর গিয়াস উদ্দিনকে মোবাইল ফোনে জানান যে, শাহিনুরকে রাজু এমনভাবে মারধর করেছে যে, শাহিনুরের বেঁচে থাকার সম্ভবনা কম। তখন চেয়ারম্যান প্রফেসর গিয়াস উদ্দিন গজারিয়া থানায় জানালে বিকাল ৪.০০টায় এসআই ফরিদ উদ্দিন রাজুদের বাড়ীতে আসে এবং রাজুকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়।

মোঃ আসাদ আলী মিয়াজী (৬০), শাহিনুরের বাবার বাড়ীর প্রতিবেশী

মোঃ আসাদ আলী মিয়াজী অধিকারকে জানান, ৪ ফেব্রুয়ারী ২০১২ তারিখে দুপুর আনুমানিক ৩.০০ টায় গজারিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে লোকজনের ভিড় দেখে এগিয়ে যান এবং তিনি তাঁর প্রতিবেশী কালু মিয়া প্রধানের মেয়ে শাহিনুরকে রক্তাক্ত এবং মূমুর্ষ অবস্থায় দেখতে পান। তখন তিনি শাহিনুরের বাবাকে মোবাইল ফোনে খবর দেন এবং বাঘাইয়াকান্দি গ্রামের কমিশনার মোঃ মোজাম্মেলকেও জানান। তিনি কর্তব্যরত ডাক্তার তপন কুমার বর্মন এর কাছে জানতে চাইলে রোগীর বাঁচার সম্ভাবনা কম বলে ডাক্তার বর্মন জানান। তিনি বলেন, শারীরিকভাবে অসুস্থ থাকায় এরপর তিনি তাঁর বাড়ীতে চলে আসেন।

ডাক্তার তপন কুমার বর্মন, গজারিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স

ডাক্তার তপন কুমার বর্মন অধিকার এর সঙ্গে শাহিনুরের মৃত্যুর ব্যাপারে কথা বলতে অপারগতা প্রকাশ করেন।

আব্দুল মান্নান, এমএলএসএস, গজারিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স

আব্দুল মান্নান অধিকারকে বলেন, ৪ ফেব্রুয়ারী ২০১২ তারিখে লক্ষীপুর গ্রাম থেকে বাবুল নামে এক ব্যক্তি শাহিনুর নামে একজন মহিলাকে হাসপাতালে আনেন। শাহিনুরের পিঠে, বুকে, কানে ক্ষত ছিল এবং পেটের দুপাশে ক্ষতটি এমন গভীর ছিল যে, ভুঁড়ি বের হয়ে যাওয়ায় সিলাই করার কোন উপায় ছিল না। কোন মতে ব্যান্ডেজ দিয়ে পেটটি বেঁধে দেওয়া হয়েছিল।

এসআই ফরিদ উদ্দিন, গজারিয়া থানা, মুন্সীগঞ্জ

এসআই ফরিদ উদ্দিন অধিকারকে বলেন, ৪ ফেব্রুয়ারী ২০১২ বিকাল আনুমানিক ৩.০০টায় ভবের চর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান প্রফেসর গিয়াস উদ্দিন ফোন করে জানান যে, লক্ষীপুর গ্রামে স্বামী ও শ্বশুর বাড়ীর লোকজন শাহিনুর নামে এক গৃহবধুকে হত্যার উদ্দেশ্যে কুপিয়েছে। তিনি লক্ষীপুর গ্রামে যান এবং শরীরে রক্ত মাখা অবস্থায় হুমায়ন কবির রাজুকে বিকাল আনুমানিক ৪.০০ টায় তালাবদ্ধ ঘর থেকে গ্রেফতার করেন। তবে এর মধ্যেই কিছু রক্ত রাজু মোছার চেষ্টা করেছে। তিনি বলেন, ঘরের মেঝেতে রক্ত মাখা একটি শাবল ও বড় দুটি ছুরি পড়ে ছিল। তিনি রক্তসহ কিছু জামা কাপড় উদ্ধার করেন। তিনি রাজুকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গজারিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যান এবং শাহিনুরের লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন। সুরতহাল শেষে লাশ থানায় নিয়ে রাখেন। শাহিনুরের ভাই সানাউল্লাহ বাদী হয়ে আটজনকে আসামী করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। তিনি মামলাটির তদন্তকারী কর্মকর্তা হিসেবে ৫ ফেব্রুয়ারী ২০১২ সকাল ৯.০০টায় লাশ নিয়ে মুন্সীগঞ্জ সদর হাসপাতালের উদ্দেশ্যে রওনা দেন এবং ময়না তদন্ত শেষে লাশ পরিবারের কাছে ফেরত দেন।

২৭ মে এসআই ফরিদ উদ্দিন অধিকারকে জানান, মামলার চার্জসীট ৩০ এপ্রিল ২০১২ তারিখে আদালতে দাখিল করেছেন। চার্জসীট নম্বর-৯৮।

ডাক্তার এহসানুল করিম, আবাসিক মেডিকেল অফিসার, সদর হাসপাতাল, মুন্সীগঞ্জ

ডাক্তার এহসানুল করিম অধিকারকে বলেন, ৫ ফেব্রুয়ারী ২০১২ সকাল ১১.৩০টায় গজারিয়া থানার এসআই ফরিদ উদ্দিনসহ সানাউল্লাহ নামে এক ব্যক্তি একজন মহিলার মৃতদেহ আনেন। এসআই ফরিদ উদ্দিন তাঁকে জানান, মৃত ব্যক্তির নাম শাহিনুর বেগম। তিনি শাহিনুরের লাশের ময়না তদন্ত করেন। লাশের পিঠে, বুকে, কানে ক্ষত ছিল। পেটের দুপাশে ভুড়ি বের হওয়া ছিল। অতিরিক্ত রক্ত ক্ষরণের ফলে শাহিনুরের মৃত্যু হয়েছে বলে তিনি ময়না তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন। সেইদিনই পুলিশ সদস্যরা লাশ নিয়ে ফিরে যান।

তাছলিমা (৪৫), শাহিনুরের লাশের গোসলদানকারী

তাছলিমা অধিকারকে বলেন, ৫ ফেব্রুয়ারী ২০১২ তিনি প্রতিবেশী রহিমা (৫০) ও কুলসুমকে (৪০) সঙ্গে নিয়ে শাহিনুরের লাশের গোসলদান করেন। তিনি দেখেন, শাহিনুরের সারা পিঠে এগারটি ক্ষত চিহ্ন, হাতে, আঙ্গুলে, উরুতে, তলপেটে, নিম্নাঙ্গে ক্ষত ছিল।

অধিকারের বক্তব্য

নারীর প্রতি সহিংসতা এক ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দূর্বলতা এবং প্রচলিত ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থায় অপরাধীকে শাস্তি দেয়ার ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রীতাও এর অন্যতম কারণ। অধিকার সরকারকে নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার জন্য দাবী জানাচ্ছে।

-সমাপ্ত-